প্রথম আলো

তারিখ 26 JAN 2010
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

তৃণমূলে প্রযুক্তির বিস্তারের উদ্যোগ

১২০০ স্কুল-কলেজে কম্পিউটার ল্যাবরেটরি স্থাপন এ বছরই

অরুণ কর্মকার ●

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে সরকার তৃণমূল পর্যায়ে প্রযুক্তি বিস্তারের কিছু উদ্যোগ নিয়েছে। এর মধ্যে দেশের এক হাজার ২০০টি স্কুল-কলেজে কম্পিউটার ল্যাবরেটরি ও ১২৮টি উপজেলায় কমিউনিটি ই-সেন্টার স্থাপন এ বছরই সম্পন্ন করা হবে।

এ ছাড়া সবার জন্য ডিজিটাল স্বাক্ষর প্রবর্তন ও তা শনাক্ত করার জন্য 'কন্ট্রোলার অব সার্টিফাইং অথরিটি'র কার্যালয়ও এ বছরের মধ্যেই চালু করা হবে। বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন করবে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি)।

কম্পিউটার ল্যাবরেটরি : বিসিসি এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করার মতো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের একটি তালিকা পাঠানোর জন্য সব জেলা প্রশাসকের কাছে একটি চিঠি লিখেছিল। সে অনুযায়ী জেলা প্রশাসকেরা একটি তালিকা করে পাঠান। কিন্তু এ ব্যাপারে সাংসদেরা আপত্তি জানিয়ে বলেছেন, তাঁদের অবহিত না করে স্কুল-কলেজ বাছাই করলে তা যথাযথ নাও হতে পারে। এই অবস্থায় পুনরায় তালিকা নেওয়া হচ্ছে জেলা তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি কমিটির কাছ থেকে। সাংসদেরা এই কমিটির উপদেষ্টা এবং জেলা প্রশাসকেরা সভাপতি।

এক হাজার ২০০ স্কুল-কলেজ বাছাই করা হচ্ছে দেশকে চারটি ভাগে ভাগ করে। যেমন, ঢাকা, রাজশাহী, খুলনা ও বরিশাল এবং চট্টগ্রাম ও সিলেট। প্রতি অঞ্চল থেকে ৩০০টি করে স্কুল-কলেজ প্রকল্পভুক্ত করা হবে। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে ১৬টি কম্পিউটার, দুটি প্রিন্টার, একটি মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ও ইন্টারনেট সংযোগ থাকবে।

বাছাই করা প্রতিষ্ঠানকে অবশ্যই এমপিওভুক্ত হতে হবে। প্রতিষ্ঠানে বিদ্যুৎসংযোগ থাকতে হবে। কম্পিউটার ও সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি স্থাপন ও নিরাপদে রাখার উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকতে হবে। এই প্রকল্পে অর্থ ব্যয় হবে জাতীয় বাজেটে রাখা ১০০ কোটি টাকার থোক বরাদ্দ থেকে। পর্যায়ক্রমে দেশের সব উপজেলার মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হবে।

এ সম্পর্কে বিসিসির কার্যনির্বাহী পরিচালক মো. মাহফুজুর রহমান *প্রথম আলোকে* বলেন, এই কম্পিউটার ল্যাবরেটরিগুলো শিক্ষার্থীদের প্রযুক্তি শিক্ষায় আগ্রহী করবে, এর মাধ্যমে শিক্ষার্থী, শিক্ষক এবং স্থানীয় জনগণ তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিতে পারবে। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিচালনা কর্তৃপক্ষ চাইলে এগুলো রাতের বেলা সাইবার ক্যাফে হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে।

এই প্রকল্পের আগেও দেশের ১২৮টি সরকারি বিদ্যালয়ে সরকারি উদ্যোগে কম্পিউটার ল্যাবরেটরি স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। এই কাজ চলতি মাসেই শেষ হচ্ছে।

কমিউনিটি ই-সেন্টার : চলতি বছরের মধ্যে দেশের ৬৪টি জেলার দুটি করে উপজেলায় মোট ১২৮টি কমিউনিটি ই-সেন্টার স্থাপন করা হবে। তৃণমূল পর্যায়ের জনগণ এসব কেন্দ্রে গিয়ে কম্পিউটার ও ইন্টারনেট ব্যবহার করার পাশাপাশি কৃষি, স্বাস্থ্য ও শিক্ষাবিষয়ক তথ্যাদি সংগ্রহ করতে পারবে। কৃষিপণ্য ও বাজারসংক্রান্ত তথ্যও পাবে। দৈনিক পত্রিকার ইন্টারনেট সংস্করণ পড়তে পারবে। চাকরিসংক্রান্ত তথ্য ও চাকরির জন্য অনলাইনে আবেদন করতে পারবে। পাসপোর্ট ফরমসহ সরকারি বিভিন্ন ফরম, জাতীয় পরীক্ষার ফলাফল সংগ্রহ, হজসংক্রান্ত তথ্য, দেশে-বিদেশে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তির তথ্যসহ আরও অনেক সেবা পাবে।

এ বছর যে ১২৮টি উপজেলায় এই সেন্টার স্থাপন করা হবে সেগুলোর তালিকা জেলা প্রশাসকেরা বিসিসিকে পাঠাচ্ছেন। সাধারণভাবে প্রতিটি জেলার একটি উপজেলা হবে জেলা সদরের নিকটবর্তী এবং অন্যটি হবে দূরবর্তী।

মো. মাহফুজুর রহমান *প্রথম আলোকে* জানান, এই সেন্টারগুলো সরকার করে দেবে। পরে উপজেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণে বেসরকারি উদ্যোগে পরিচালিত হবে। এর আয় থেকে ব্যয় নির্বাহ করতে হবে। তিনি আরও বলেন, প্রতিটি জেলায় দুটির মধ্যে একটি সেন্টারে সৌরবিদ্যুৎ ব্যবহার করা হবে, যাতে জনগণ নবায়নযোগ্য জ্বালানি সম্পর্কে সচেতন হতে পারে।

বিশেষজ্ঞের মন্তব্য : সরকারের এই উদ্যোগ সম্পর্কে বিশিষ্ট প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ ও ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরী *প্রথম আলোকে* বলেন, সাধারণভাবে বলতে হবে উদ্যোগটি ভালো। তবে এ ক্ষেত্রে পরামর্শ হলো, সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী যেন এগুলো করা হয়। স্কুলে কম্পিউটার ল্যাব করা বা কমিউনিটি ই-সেন্টার করা কঠিন নয়। কিন্তু এগুলোর সঠিক ব্যবহার কঠিন। অন্যান্য দেশেও এ রকম দেখা গেছে। তাই সঠিক ব্যবহার যাতে হয়, তা নিশ্চিত করে এগুলো করতে হবে। না হলে বিনিয়োগ ও উদ্দেশ্য কোনোটাই সফল হবে না।

আরও ই-সেন্টার : আইসিটি মন্ত্রণালয়ের এই উদ্যোগের পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের 'অ্যাকসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই)' কর্মসূচির অধীনে দেশের প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে ই-সেন্টার স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর অংশ হিসেবে এই বছরের মধ্যে ১০০টি ইউনিয়ন পরিষদে এই কেন্দ্র স্থাপন করা হবে।

এ ছাড়া জাতীয় তথ্যভান্ডার (ন্যাশনাল ডেটা ব্যাংক) তৈরি, হাইটেক পার্ক স্থাপন প্রভৃতির কার্যক্রমও একই সঙ্গে চলছে বলে সরকারি সূত্রে জানা গেছে।

এই বিষয়গুলো সম্পর্কে বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি (আইসিটি) প্রতিমন্ত্রী ইয়াফেস ওসমান *প্রথম আলোকে* বলেন, জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি নীতিমালা ২০০৯ প্রণয়ন করা হয়েছে। এই নীতিমালায় স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ (যথাক্রমে ১৮ মাস, পাঁচ বছর ও ১০ বছর) মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্য নির্ধারণ করে মোট ৩০৬টি কর্মপরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি আইন ২০০৯ সংশোধন করা হয়েছে। তিনি বলেন, এগুলো সাধারণের দৃষ্টিগ্রাহ্য কাজ না হলেও এর মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার একটি শক্তিশালী ভিত্তি তৈরি করা হয়েছে। এ বছর থেকে যেসব কাজ হবে, সেগুলো সবার কাছে দৃশ্যমান হবে। উপকারভোগীর সংখ্যাও বাড়বে।